দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 15 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

জাল সনদ ও নিয়োগ তদন্তে চবি মঞ্জুরি কমিশনের তদন্ত কমিটি গঠন

॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুল আলোচিত ২৪শ' জাল সনদ ও বিগত সময়ের সকল নিয়োগ তদন্ত করতে চার সদস্যের এক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে (১৫শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

জাল সনদ

(১৬শ পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। প্রফেসর ড. মুহম্মদ সুলতান হোসেনকে প্রধান করে সরকারি নির্দেশে গতকাল বুধবার উক্ত তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হচ্ছেন মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. তারেক শামসুর রহমান, প্রফেসর ড. এহসানুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বাহালুল হক। তদন্ত কমিটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আলোচিত ২৪শ' জাল সনদ এবং ১৯৮৩ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত বিগত ১০ বছরের এলএলবি সনদগুলো পরীক্ষা করে দেখবে। এছাড়া গত ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৪৩৯ তম সভায় গৃহীত সনদ বাতিলের সিদ্ধান্তের উপরও তদন্ত করবে উক্ত কমিটি। একইসাথে বিগত সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নিয়োগ তদন্ত করে দেখবে মঞ্জুরি কমিশন গঠিত তদন্ত কমিটি। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

জাল সনদের ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন ৩১৫ আইনজীবী

চট্টগ্রাম অফিস জানায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে নানা অনিয়মের দায়ে অভিযুক্ত সনদ বাতিলের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন চট্টগ্রামের ৩১৫ জন আইনজীবী। বিবৃতিতে তারা বলেন, পরীক্ষার ফল প্রকাশের প্রায় ২০ বছর পর অনুমান নির্ভর তদন্ত প্রতিবেদনের নিরীখে অভিযুক্তদের কোনরূপ কারণ না দর্শিয়ে সিন্ডিকেটের উক্ত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিতর্কিত। এতে বলা হয়, তদন্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট টেবুলেটরদের কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ, অভিযুক্তদের বক্তব্য গ্রহণ কিংবা টেবুলেশন শিটে কাটাকাটির কারণ এভারেজ শিটের সাথে মিলিয়ে না দেখে প্রদত্ত নন পিকিং রিপোর্টটির কোন আইনগত ভিত্তি নেই। বিবৃতিদাতারা হলেন, এডভোকেট কাজী নজরুল ইসলাম, এডভোকেট শাহ্ আলম মিয়া, আবদুল মালেক, এস এম আনিস উদ দৌলা, নুরুল আনোয়ার, আবদুল মালিক, কাউছার পারভীন প্রমুখ।